দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৯ JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

রাজশাহী: নগরীর তেরখাদিয়ায় শিমলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্থায়ী টিনের ছাউনিতে এক বছর ধরে এভাবে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান -ইত্তেফাক

রাজশাহী নগরীতে টিনশেডে চলে সরকারি স্কুল

□ রাজশাহী অফিস

রাজশাহী মহানগরীর শিমলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান চলছে অস্থায়ী টিনের ছাউনির নিচে। প্রায় এক বছর ধরে এই টিনশেডে পাঠদান চলছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, ঝড়-বৃষ্টি এমনকি শৈত্যপ্রবাহের মধ্যেই প্রায় এক বছর ধরে অস্থায়ী টিনের ছাউনিতে শিক্ষকরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন। একমাত্র টিনশেডেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় দুই শিফটে পাঠদান করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বসার কোনো স্থানও নেই। সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে বলেও জানান তিনি। বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ভোগান্তির শেষ নেই। এ অবস্থা আরো কতদিন চলবে জানেন না সংশ্লিষ্টরা।

১৯৯৬ সালে নগরীর তেরখাদিয়া মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স সংলগ্ন জমিতে শিমলা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে বিদ্যালয়টি টিনের ছাউনি ও বাঁশের বেড়ায় নির্মিত কাঁচরায় পাঠদান চলছিলো। সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আওতায় গতবছর এই বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। এরপর ফ্যাসালিটিজ বিভাগ বিদ্যালয়টির ৫ তলা ভবন নির্মাণ শুরু করলে জটিলতা শুরু হয়। কার্যাদেশ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রাজশাহী নগরীতে

২০ পৃষ্ঠার পর

পাবার পর গতবছর মার্চে ঠিকাদার আগের টিনের ছাউনি ভেঙে মূলভবন নির্মাণ শুরু করে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদান অব্যাহত রাখতে পাশের ফাঁকা জমিতে অস্থায়ী ছাউনি নির্মাণ করা হয়। সেই থেকে ওই টিনের ছাউনিতে দুই শিফটে চলছে শিশুদের পাঠদান। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নফিসা বেগম সাংবাদিকদের বলেন, মূলভবন নির্মাণের আগে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) অনুমতি নেয়া হয়নি। ফলে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হলেও আটকে গেছে। অনুমোদনের জন্য আবারো আবেদন করা হয়েছে। বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় দ্রুত ছাড়পত্র দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বলেন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন থাকায় আরডিএ এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের (রাসিক) অনুমোদন নেয়া হয়নি। কিন্তু তারা এভাবে বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে রাখবে তা অনুমান করা যায়নি। অবশ্য রাসিকের প্রকৌশলীরা বিদ্যালয়ের সামনে নির্মাণাধীন সড়কের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভবন নির্মাণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মূলত তখন থেকেই বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে।